প্রথম আলো

তারিখ ২৫ DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

বৃত্তি মানে মেধার স্বীকৃতি : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'দুই মুঠো ভাত জোটে না, আবার সায়েন্স নিয়ে পড়া চাই।' নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে নিবন্ধন করলে হরহামেশাই প্রতিবেশীদের এমন কটূক্তি শুনতে হতো। আবার কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করে সাতজনের পরিবার সামলে বাবার পক্ষেও মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন সম্ভব ছিল না।

তখন শিক্ষক, আত্মীয় ও পরিচিতজনদের সহায়তায় মেয়েটির পড়াশোনা চলছিল। গল্পটি মাদারীপুরের শিবচর থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের তানজিলা আক্তারের। তবে ইচ্ছা, মেধা আর পরিশ্রমের জোরে তানজিলা এখন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। তানজিলা বলেন, 'স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হব। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে চান্সও পাই। কিন্তু খরচের কথা ভেবে ভয় হতো। তখন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি আমার জীবনে প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করে।'

গতকাল রোববার ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজের জীবনের সংগ্রামের কথা বলেন তানজিলা।

রাজধানীর মিরপুরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পা রাখতেই নজরে আসে কয়েক হাজার উচ্ছল মেধাবী মুখের; যেখানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা জয়ের নায়কেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অভিভাবকেরা।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সরকারের পরেই এটি দেশের বৃহত্তর বৃত্তি উল্লেখ করে বলেন, বৃত্তি পাওয়া মানে মেধার স্বীকৃতি ও আর্থিক সহায়তা। ডাচ্-বাংলা তাদের বৃত্তির মাধ্যমে মেধাবীদের মূল্যায়নের পাশাপাশি পথচলাটাও সহজ করছে।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৫০ হাজার ৬৭৯ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তির সুযোগ দিয়েছে। গতকাল এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ৩ হাজার ১৯ জন শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, শিক্ষা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক তাদের লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ খরচ করে সেই কাজটি সহজ করে দিচ্ছে।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ বলেন, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক কারণে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারে না। তাদের জন্য ব্যাংকটি লভ্যাংশের একটি বড় অংশ ব্যয় করে। এই শিক্ষাবৃত্তির ৯০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে ৫০ শতাংশ ছাত্রী।